প্রুফ সংশোধন

মুদ্রণশিল্প ও প্রুফ সংশোধন

ংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

্যজগতের একটি অপরিহার্য অঙ্গ মুদ্রণশিল্প। বস্তুত কোন সভ্যজাতির সাংস্কৃতিক মান নির্ণয়ের
ত্র মুদ্রণ। ফলিত বিজ্ঞানের এই শাখায় বাণিজ্য এবং কলাবিদ্যার গুরুত্বও অপরিসীম। প্রথম

Scanned with CamScanner

হরফ প্রথম ব্যবহারের দাবিদার চীন। চীনারা ইউরোপীয়দের চেয়ে দেড় হাজার বছর আগে রেছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ 'হীরকসূত্র' ভারতবর্ষে লেখা বই। চীনদেশে কাঠের তগাছের ছাল দিয়ে তৈরী কাগজের উপর সেটি ছাপা হয়েছিল আনুমানিক ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। ং কনফুসীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় চীন দেশে মুদ্রণশিল্প প্রচলিত হয়েছিল রীতিমতো রোপে আলগা হরফ আবিষ্কারের আগেই চীনে তা আবিষ্কৃত হয়েছিল। ছোট ছোট কাঠের টুকরোর রফ খোদাই করার পর সেগুলোকে নির্ভুলভাবে সংযোজন করে এক ধরনের কাঠের ফ্রেমে এঁটে ত ছাপার কাজ। হরফ মুদ্রণের এই পদ্ধতি শুরু হয়েছিল আনুমানিক ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য -পদ্ধতিগুলি আবিষ্কার করেছিলেন য়ুরোপীয়রাই। মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস-রচয়িতা মার্কিন পণ্ডিত কার্টার লিখেছেন—চীন থেকে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে য়ুরোপীয় ভূখণ্ডে মুদ্রণশিল্প প্রসার লাভ র্ষে পর্তুগীজরাই প্রথম বই ছেপেছিল গোয়াতে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে। তামিল হরফে প্রথম াপা হয়েছিল ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। মুদ্রণের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে গোপাল হালদার লিখেছেন—

তে মধ্যযুগের অবসান সম্পন্ন হল মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ ও চুম্বক-এ তিনের প্রয়োগে, কথাটা সত্য। তবে াব বস্তু উপকরণের মতো আরো অনেক কিছুর সার্থক রিনেসন্সের তাগিদে ইউরোপের সামাজিক য়োজনে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। না হলে চীন অনেক আগেই বই ছাপার কৌশল (৯ম শতাব্দী) রেছিল, আর বারুদ-ও। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের তাগিদ অমন ব্যবহারসিদ্ধ (প্রাগমাটিক) জাতিরও ভূত হল না। আমাদের দেশে পর্তুগীজরা গোয়াতে বই ছেপেছিল ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে। । পার্শী বণিকেরা কেউ কেউ মুদ্রণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষার ভাগ্যে সে নূতন দিনের াসের দেশে রাজপুত্রের আবির্ভাব—বিদেশীয় বণিকপুত্রদের রাজশক্তিরূপে বাঙলা রাজ্য শোষণের- ক্ষমতা লোভে। দায়েই শাসকেরা লাগল দেশী ভাষা শিখতে, আইন-কানুন স্থির করতে।'

Scanned with CamScanner

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হাল হেডের "এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ"-এ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত বাংলা কবি ছাপা হয়েছিল। হুগলিতে অ্যান্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায় আলগা হরফে দুশ বছরেরও বেশি আগে বাংলা অক্ষ সেই সব কবিতা ও অন্যান্য শব্দ ছাপা হয়েছিল।

বস্তুত, বাংলা ভাষায় আলগা টাইপ তৈরী করেন চার্লস উইলকিন্স। এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য পঞ্চানন কর্মক তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর জামাতা মনোহরও সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বাংলা ভাষা, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, এম চীনা ভাষারও 'টাইপ' তৈরী করে মুদ্রণের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

'প্রুফ' কি?

হাতে লেখা কিংবা টাইপ-করা যে-সব রচনা প্রেসে পাঠানো হয়, ছাপাখানার জগতে তার চলতি নাম কপি এই কপি মুদ্রণের জন্য মুদ্রণবিভাগে পাঠানো হলে কম্পোজিটার **'কম্পোজ'** করেন। মুদ্রণের সেই প্রাথমি নমুনা কপিটিকে **'প্রুফ'** বলে।

মুদ্রণশিল্পের সৌকর্য ও সৌন্দর্য অনেকটাই নির্ভর করে প্রুফ সংশোধনের উপর। গ্রন্থ-প্রকাশনা, সংবাদপ ইত্যাদি মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং অপরিহার্য অংশ হল **প্রুফ সংশোধন**। প্রুফ কীভা সংশোধন করতে হয়, তা জানার আগে আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি ব্যাপার জানা দরকার। গোটা ব্যাপারটা সম্প নূতন শিক্ষার্থীদের ধারণা তাতে স্পষ্ট হতে পারে।

'কপি'র কথা প্রথমেই বলেছি। প্রেসে সেই কপি দেখে হরফ সাজানো হয়। হাত দিয়ে, এই হরফ সাজানে কাজটা যাঁরা করেন, তাঁদের বলা হয় **'কম্পোজিটর'**। অন্যদিকে, যাঁরা লাইনোটাইপ, মনোটাইপ বা ফটো টাইপসেটিং যন্ত্রের সাহায্যে এ-কাজ করেন, তাঁদের বলা হয় **'অপারেটর'**।

কপি অনুযায়ী যা সজ্জিত বা বিন্যস্ত হয়েছে, ছাপাখানার কর্মীদের কাছে সেই হরফ-সমষ্টির চলতি ন **ম্যাটার**। ম্যাটার দু' রকমের। যে ম্যাটার হাতে সাজানো, অথবা লাইনোটাইপ ও মনোটাইপ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্যা তা **সিসার ম্যাটার**।

সিসার হরফ সাজিয়ে কম্পোজ করার ব্যাপারটিকে আমরা **'হট কম্পোজিশন'** বলি। অন্যদিকে, ফটো টাইপসেটিং যন্ত্রের সাহায্যে যে হরফ-বিন্যাসের ব্যবস্থা, তাকে বলা হয় **'কোল্ড কম্পোজিশন'**।

হট কম্পোজিশন পদ্ধতিতে প্রস্তুত ম্যাটার যেহেতু সিসার ম্যাটার, তাই সরাসরি তার ছাপ তোলা য ম্যাটারে কালি মাখিয়ে, তার উপরে সাদা কাগজ রেখে একটু চাপ দিলেই কাগজে উঠে যাবে ম্যাটারের ছ এই ছাপটাকেই বলে **প্রুফ**। এটি যেহেতু ম্যাটারের অবিকল প্রতিলিপি, তাই এই প্রুফ দেখে বোঝা যায়, ম্যাটারটি কত পয়েন্ট হরফে ও কোন মেজারে কম্পোজ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

পত্রিকায় যাতে কোন ভুল না থাকে সে দায়িত্বভার নিতে হয় প্রুফ-রিডারদেরকেই। ভারী তো লেখার সঙ্গে প্রুফটাকে মিলিয়ে নেওয়া, এ আর এমন শক্ত কী! এমন ধারণা গ্রাহ্য হবার যোগ্য নয়। বিশেষ করে সেই প্রুফ-রিডারদের ক্ষেত্রে তো এমন কথা আদৌ খাটে না, যাঁরা চাইছেন যে, যে-লেখাটির প্রুফ-সংশোধনের দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন, ছাপা হবার পরে তাতে একটিও ভুল থাকবে না। না বানানের ভুল, না ভাষার ভুল, না তথ্যের ভুল। এজন্য প্রুফ-রিডারদের বানান সম্পর্কে দক্ষ হতে হবে, নির্ভুল ভাষা ও বাক্যগঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

কপির মধ্যে তথ্যের কোনও ভুল যদি তাঁদের চোখে পড়ে, তবে বিনা দ্বিধায় সে সম্পর্কে তাঁরা লেখকের অথবা বিভাগীয় সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

প্রুফ রিডার-এর সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ হল কপির সঙ্গে মুদ্রিত ম্যাটারের কোনো পার্থক্য যাতে না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এ ছাড়া প্রকাশক কেমন করে বিভিন্ন শব্দের বানান ছেপে থাকেন, শব্দ-বিভাজনের কী পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং কী রকমভাবে জায়গা ছেড়ে অনুচ্ছেদ বা অধ্যায় শুরু কিংবা শেষ করেন সে-সম্পর্কে লক্ষ্য রাখাও প্রুফ-রিডারের কাজ।

প্রুফ সংশোধনের জন্য কম্পোজিটররা কয়েকটি নির্দিষ্ট মার্কা ব্যবহার করে থাকেন। তাতে খুব সংক্ষেপে প্রুফ সংশোধন সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া যায়। সম্ভব হলে প্রুফের মার্জিনে এই মার্কাগুলি লাল কালিতে করাই ভালো।

খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের মধ্য দিয়ে প্রুফ পড়া হলে ভুলের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কেউ যখন প্রুফ পড়ছে সেই সময় তাকে অকারণে ডাকাডাকি না করাই ভালো। কারণ গভীরভাবে মনোনিবেশ না করলে ঠিকভাবে প্রুফ পড়া অসম্ভব। খুব তাড়াতাড়ি প্রুফ পড়লে তাতে প্রচুর ভুল থেকে যায়। কপি পড়ার সময় বিরাম চিহ্ন দেখে দেখে স্রেফ একটু থামলেই চলবে না, প্রতিটি পাংচুয়েশন-মার্কের নামও সঠিকভাবে উচ্চারণ করে যেতে হবে। সাধারণত মুদ্রণ সংস্থায় প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারটি দু'জনে করে থাকে, একজন **প্রুফ-রিডার**, অন্যজন **কপি-হোল্ডার**। কপি-হোল্ডার আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে পড়বে, প্রুফ-রিডার প্রুফে তা মিলছে কিনা তা দেখে সংশোধনের প্রয়োজন হলে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন মার্জিনে এবং ভুল-হওয়া জায়গায় নির্দেশ করবেন। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় তা সম্ভব নয়। কপি পড়া এবং কম্পোজের ম্যাটার সংশোধন করা নিজেকেই করতে হবে। সুতরাং ওই সময় খুব সতর্কভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

সূত্রাকারে প্রুফ-রিডারের কী করা উচিত, তা উল্লেখ করা হল ঃ

১. বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। একই শব্দ বা পদের নানা রকমের বানান লেখা চলবে না। লেখকের পাণ্ডুলিপিতে ঐ রকম থাকলে তা সংশোধন করার দায়িত্ব প্রুফ-রিডারের।
২. ভুল যতিচিহ্ন থাকলে অথবা যতিচিহ্ন বাদ পড়ে গেলে, প্রুফ-রিডারকে তা সংশোধন করে দিতে হবে।
৩. মূল বিষয়ের কিছু অংশ বাদ পড়ে গেলে তা যথাযথ চিহ্ন দ্বারা দেখানোর দায়িত্ব প্রুফ-রিডারের।
৪. অতিরিক্ত শব্দ বা উল্টে যাওয়া অক্ষর সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।
৫. দুটি শব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট ফাঁক না থাকলে অর্থাৎ ফাঁক বড় হয়ে গেলে কিংবা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে গেলে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে।
৬. একই শব্দ বা বাক্য ভুল করে দু'বার যেন কম্পোজ না হয়।
৭. অনেক সময় শব্দ বা বাক্যের সাদৃশ্য হেতু অসতর্কবশত এক লাইন থেকে দু' এক লাইন পরের বাক্য কম্পোজ করা হয়। সেসব ক্ষেত্রে প্রুফ-রিডারকে প্রতীক চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়।
৮. টাইপের ক্ষেত্রে কম্পোজ করার সময় ভুল হতে পারে। বিশেষ করে ইংরেজি টাইপের ক্ষেত্রে স্মলের পরিবর্তে ক্যাপিটাল এবং ঠিক এর উল্টোটাও হতে পারে। এসব দেখার দায়িত্বও প্রুফ-রিডারের।
৯. ভাঙা টাইপ বদলানোর নির্দেশ দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

১০. অসমান লাইন সোজা করার নির্দেশ দিতে হবে।

১১. মারজিনের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড় দেওয়া হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

১২. উপরের লাইনের সঙ্গে নিচের লাইনের ফাঁক বা স্পেস ঠিক আছে কিনা তাও দেখার দায়িত্ব প্রুফ-রিডারের।

১৩. পৃষ্ঠার সংখ্যা-ক্রম সঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।

১৪. অনেক সময় কোটেশন চিহ্নে ভুল থাকতে পারে। কোটেশনের একদিকে দ্বিত্ব উদ্ধৃতি-চিহ্ন, অন্যদিকে একক উদ্ধৃতি-চিহ্ন অথবা একদিকের চিহ্ন বাদ পড়ে যায়। এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

১৫. অসমান অক্ষর সমান করার নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে।

১৬. ইটালিক শব্দ ঠিকমতো বসানো হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

১৭. ব্র্যাকেট, মোটা হরফ ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

Indian Standard Institute এবং Bureau of Indian Standard প্রুফ-সংশোধনের যে বিভাজনগুলি উল্লেখ করেছেন, তা হলো : (i) সাধারণ (General), (ii) যতি-চিহ্ন (Punctuation), (iii) স্থানের কমানো বা বাড়ানো (Spacing), (iv) সমতা (Alignment) এবং (v) হরফ (Type)।

■ প্রুফ সংশোধনের প্রতীক-চিহ্ন :

- শব্দের মধ্যে কোন কোন সময় বাড়তি অক্ষর বসে যায়। সেই বাড়তি অক্ষর বাদ দেওয়ার নির্দেশ-চিহ্ন— δ/
- হরফের বদল হওয়ার চিহ্ন— O/
- কোন শব্দ / লাইন / অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার নির্দেশ-চিহ্ন— δ/
- কোন হরফ / শব্দ / লাইন যোগ করতে হলে— ∧
- অক্ষর সংযুক্তিকরণ অর্থাৎ একাধিক শব্দ বা অক্ষরের মাঝে ফাঁক থাকলে সেই ফাঁক যুক্ত করতে হলে— ⊂/
- শব্দ বা অক্ষরের স্থানান্তর করার নির্দেশ-চিহ্ন— ⊖→/
- শব্দ বা অক্ষর উল্টে গেছে তার নির্দেশ-চিহ্ন— ⊚/
- শব্দ বা হরফ বা লাইন কিম্বা অনুচ্ছেদের মধ্যে ফাঁক দিতে হলে তার নির্দেশ-চিহ্ন— #/
- শব্দ বা অক্ষরের সন্নিহিত স্থান পরিবর্তন সংশোধন করার নির্দেশ-চিহ্ন— ∽/ trs/
- নতুন অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ হবে না, টানা চলবার নির্দেশ— ⤷ run on/
- নতুন অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ করার নির্দেশ-চিহ্ন— ⌶/ বা N. P./
- বাঁকা লাইন সোজা করার নির্দেশ দিতে হলে— =/
- বাঁদিকে সাজানো লাইন সোজা করার নির্দেশ— ⊏/
- ডানদিকে সাজানো লাইন সোজা করার নির্দেশ— ⊐/
- ভুল করে কেটে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যেমন আছে তেমনি থাকার নির্দেশ— st. বা stet/
- কোন হরফ উল্টো করে বসানো হলে তা ঠিক করার নির্দেশ-চিহ্ন— ⊚/

প্রুফ সংশোধন

- বিশেষ কোন শব্দ বা লাইন বা লাইনের অংশকে অন্য কোন স্থানে যুক্ত করতে হলে সেই অংশটিকে গোল দাগে ঘিরে চিহ্নিত করে তীর-চিহ্ন দিয়ে আসল স্থানটি নির্দেশ করতে হয়— tr. বা trs. /
- অক্ষর কম্পোজ করার সময় কোন একটি অক্ষরের অভাব হলে কম্পোজিটাররা সেই স্থানে অন্য একটি অক্ষর উল্টো করে বসান অথবা ফাঁকা লেড বসানো হয় যাতে সহজে চোখে পড়ে। একে পরিভাষায় বলে টর্ণ। সেটি বদলাতে হলে—
- ডানদিকে লাইন সরানোর নির্দেশ-চিহ্ন—
- লাইন বাড়ানোর নির্দেশ—
- বাড়ন্ত অক্ষর বাদ দেওয়ার প্রতীক-চিহ্ন—
- সঙ্গতিহীন হরফ বদলানোর নির্দেশ-চিহ্ন— w.f. /
- পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ বাদ পড়ে গেলে বা গোলমাল হলে পাণ্ডুলিপি অনুসরণের বা দেখার নির্দেশ-চিহ্ন— see copy /
- দুই স্থান সমান রাখার নির্দেশ-চিহ্ন—
- দুটি লাইনের মধ্যে ফাঁক বা leading বাড়াবার প্রয়োজন হলে নির্দেশ-চিহ্ন— lead in অথবা ld. in /
- দুটি লাইনের মধ্যে ফাঁক বা leading কমাবার প্রয়োজন হলে নির্দেশ-চিহ্ন— ld. অথবা d. l. /
- বাদ দিতে হবে এবং জায়গামতো আনার নির্দেশ-চিহ্ন— (h) অথবা see copy
- ছাড় রয়েছে পাণ্ডুলিপি দেখুন— less # /
- শব্দ বা হরফ বা লাইন বা অনুচ্ছেদের মধ্যে ফাঁক কমাতে নির্দেশ-চিহ্ন—
- বিকল্প শব্দ বসানোর প্রতীক-চিহ্ন—
- অঙ্ক বা বিজ্ঞান-বিষয়ক পাণ্ডুলিপিতে কোন সংখ্যা বা চিহ্ন উপরের (x^2 বা y^2) দিকে বসানোর নির্দেশ-চিহ্ন—
- নীচের দিকে বসাতে হলে (x_2 বা y_2) নির্দেশ-চিহ্ন—

■ **যতিচিহ্ন :**

- সমান-চিহ্ন বসাতে হলে—
- পূর্ণ-চিহ্ন বা ফুলস্টপ বসাতে হলে—
- কমা-চিহ্ন দিতে হলে—
- কোলন-চিহ্ন বসাতে হলে—
- পূর্ণচ্ছেদ বসাতে হলে—
- হস্ বা হলন্ত-চিহ্ন বসানোর নির্দেশ-চিহ্ন—
- হাইফেন-চিহ্ন বসাতে হলে—
- ড্যাস-চিহ্ন দিতে হলে তার নির্দেশ—
- রেফ বসাতে নির্দেশ-চিহ্ন—
- উদ্ধৃতি-চিহ্ন বসানোর নির্দেশ—

Scanned with CamScanner

- ঊর্ধ্ব-কমা বসাতে হলে—
- সেমিকোলন বসাতে হলে— ; /
- বিস্ময়চিহ্ন বসাতে হলে— ! /
- জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসানোর নির্দেশ দিতে হলে— ? /
- উহ্য রাখার চিহ্ন— ... /
- ঐচ্ছিক-চিহ্ন দিতে হলে— (/)
- শব্দের তলায় মোটা দাগ দিন—

হরফ বা অক্ষর সম্পর্কিত চিহ্ন :

- ইংরেজি Capital অক্ষর বসাতে হলে— Cap. /
- ইংরেজি Small বা ছোট অক্ষর বসাতে হলে— L.C. / l.c.
- ইংরেজি Small Capital অক্ষর বসাতে হলে— S.C. / s.c.
- হরফের টাইপ ফেস্ বদলাতে হলে কি ধরনের টাইপ বা কত Point-এর টাইপ দরকার তা জানাতে হলে— সংক্ষেপে Ital—(Italics—বাঁকা হরফ) Normal— সাধারণ হরফ Bold— মোটা হরফ 12 pt. / 16 pt. ...
- ছোট টাইপে পরিবর্তন করুন—
- বড় টাইপে পরিবর্তন করুন—
- ভাঙা-টাইপ বদলাতে হলে তার প্রতীক-চিহ্ন— X/
- অন্য আকারের হরফ দিন— [x] /
- রোমান হরফে পরিবর্তন করুন— (V) /
- ইটালিকে পরিবর্তন করুন— ||| /

বাংলা বানানের নতুন বিধি (আকাদেমি বানান অভিধান, পরিশিষ্ট—১, পৃঃ (৪১১), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূল শব্দটিকে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত 'বাংলা' শব্দ ধরে নিয়ে সমাস হলেও তার দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। তাই আগামীকাল, মন্ত্রীগণ, মন্ত্রীসভা শশীভূষণ রূপই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হোক। তবে তৎসম ত্ব ও তা প্রত্যয় যোগ করা হলে এই সব শব্দের হ্রস্ব ই-কারান্ত (অর্থাৎ ইন্-এর ন লোপের পর যা থাকে) মূল প্রাতিপদিক রূপেই লেখা হবে। যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা মন্ত্রিত্ব স্থায়িত্ব ইত্যাদি। লিঙ্গান্তরের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম পালিত হবে, যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিনী, প্রতিযোগিনী। অবশ্য অতৎসম প্রত্যয়ের বেলায় এ বিধি প্রযোজ্য নয়। যেমন—মন্ত্রীগিরি।

- **বিসর্গ (ঃ) চিহ্নের রক্ষা / বর্জন**

যেখানে তস্ বা শম্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিতে অন্ত্যবিসর্গের প্রয়োগ প্রচলিত (কিন্তু কালক্রমে বর্জিত হতে দেখা যাচ্ছে), সেগুলিতে এখন আর বিসর্গ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ফলে অন্ততঃ প্রথমতঃ ফলতঃ বস্তুতঃ ক্রমশঃ প্রায়শঃ নয়, লেখা হোক, অন্তত প্রথমত ফলত বস্তুত ক্রমশ প্রায়শ।

বিসর্গসন্ধিযুক্ত পদেও অন্ত্যবিসর্গ বর্জিত হোক। যেমন, ইতঃ + ততঃ = ইতস্তত (ইতস্ততঃ নয়), অহঃ + অহঃ = অহরহ ইত্যাদি। কিন্তু সন্ধিতে যেখানে পদমধ্যে বিসর্গ রক্ষিত থাকে সেখানে পদমধ্যস্থ বিসর্গ লিখতে হবে। যেমন—অতঃ + পর = অতঃপর, মনঃ + পূত = মনঃপূত ইত্যাদি।

বিসর্গসন্ধিজাত ও-কারের প্রচলিত ও দীর্ঘকাল গৃহীত রূপগুলি লক্ষণীয়। যেমন—অকুতোভয় ততোধিক বয়োজ্যেষ্ঠ মনোযোগ মনোরঞ্জন মনোরম।

দুঃস্থ নিঃস্তব্ধ নিঃস্পৃহ বয়ঃস্থ মনঃস্থ ইত্যাদি শব্দের ব্যাকরণসম্মত বিকল্প রূপ প্রচলিত আছে। দুস্থ নিস্তব্ধ নিস্পৃহ বয়স্থ মনস্থ। বিসর্গহীন এই বিকল্প রূপগুলিই ব্যবহার্য।

- **হস্-চিহ্নের সমস্যা**

পদের শেষে হস্-চিহ্নের ব্যবহার বাহুল্যসূচক বিবেচনায় এই সব ক্ষেত্রে পদান্ত হস্ বর্জনীয় : আশিম, দিক, ধিক, পরিষদ, বণিক, বিরাট, বিষক, সভাসদ, সম্রাট ইত্যাদি।

তদ্ধিত মতুপ্ প্রত্যয়ের হসন্ত মান্ আর কৃৎ শানচ্ প্রত্যয়ের হস্-চিহ্ন হীন মান নিয়ে বিভ্রমের অবকাশ থাকলেও উভয় ক্ষেত্রেই হস্‌বিহীন্ মান ব্যবহৃত হোক। যেমন, রুচিমান শক্তিমান শ্রীমান সংস্কৃতিমান এবং ঘটমান ধাবমান বর্তমান ম্রিয়মান ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, বতুপ্ প্রত্যয়জাত বান্ও বান্‌রূপে লেখা হোক : জ্ঞানবান ধনবান ভগবান।

তবে সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেষে হস্-চিহ্ন থাকবে। যেমন, দিগ্‌ভ্রান্ত পৃথককরণ প্রাগ্‌জ্যোতিষ বাগ্‌সিদ্ধ বাগ্‌ধারা।

- **রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব**

রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সর্বত্রই বর্জনীয়। দ্বিত্বহীন এই রেফযুক্ত শব্দগুলির বানান লক্ষণীয়— অর্চনা অর্জন আর্য ঊর্ধ্ব কর্ম চর্চা তূর্য পূর্ব বর্জন ভট্টাচার্য মূর্ছনা সূর্য হার্দিক ইত্যাদি তো বটেই, এমনকি কৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন কার্তিক বা বৃদ্ধ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বার্ধক্য-তেও যথাক্রমে ত ও ধ-এর দ্বিত্ব অপ্রয়োজনীয়।

- **ঙ আর ং**

ঙ আর ং দুটোই যে বানানে (সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে) শুদ্ধ, সেখানে শুধু ং-ই ব্যবহার্য। যেমন, অহঙ্কার / অহংকার (< অহম + কার), সঙ্গীত / সংগীত (< সম্ + গীত) প্রভৃতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বানানটিই গ্রহণীয়।

কিন্তু যেসব শব্দে ম্-এর সন্ধি পরিণাম হিসেবে আসেনি, সেখানে ং ব্যবহার করা চলবে না। তাই অংক নয়, অঙ্ক (অন্‌ক্ + অল্); বংগ নয় বঙ্গ; শংকা নয় শঙ্কা; সংগে নয় সঙ্গে।

আবার সন্ধির নিয়মে যেহেতু ম্-এর পরে বর্গীয় ব থাকলে তা ম্-ই থাকবে (ং হবে না), কিন্তু ম্-এর পরে অন্তঃস্থ ব থাকলে তবেই সেটা ং হবে, সে-কারণে 'কিংবদন্তি কিংবা প্রিয়ংবদা সংবাদ তেমনই সম্বন্ধ সম্মুখ সম্বোধি'।

Scanned with CamScanner

শ ষ স

যেসব তৎসম শব্দে শ-ষ শ-স দুটোই ব্যাকরণসম্মত সেগুলির ক্ষেত্রে শুধু শ ব্যবহৃত হবে। এই সব বিকল্পে প্রথমটিই গ্রহণীয় : উশীর-উষীর কিশলয়-কিসলয় শরণি-সরণি শায়ক-সায়ক কোশ-কোষ ইত্যাদি।

অ-তৎসম শব্দ বিষয়ে

হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ-কারের সমস্যা

অ-তৎসম শব্দে ঈ-কার যথাসম্ভব বর্জনীয়। তাই কুমির চাঁদনি ছেনি দিঘি দিয়াশলাই নিচু নিলা পশমি পাখি পাটি পারানি পিরিতি বাড়ি বাঁশি বাঁশরি রাখি সুপারি সেঁউতি হাতি হিরা হিরে ইত্যাদি শব্দে সবসময়েই হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হবে।

কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে, প্রচলনগত কারণে ঈ-কারের ব্যবহার মেনে নিয়েও—যেমন কাহিনী চীনা চীনে ইত্যাদির ক্ষেত্রে—বিকল্পে কাহিনি চিনা চিনে স্বীকার করা যেতে পারে।

অ-তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই-কারই ব্যবহৃত হবে। তাই কাকি (-মা) কামারনি খুকি খুড়ি খেঁদি গয়লানি চাকরানি চাচি ছাগলি ছুঁড়ি ছুকরি জেঠি (মা) ঝি ঠাকুরানি দিদি ধাঙড়নি নেকি পাগলি পিসি (-মা) বাঘিনি বামনি বেটি ভেড়ি মামি (-মা) মাসি (-মা) মেথরানি রানি সোহাগি স্যাঙাতানি ইত্যাদি।

জীবিকা ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় জাতি বোঝানোর জন্য সবসময় ই-কারান্ত প্রত্যয় ব্যবহৃত হবে। তাই ওকালতি জমিদারি ডাক্তারি পণ্ডিতি আরবি ইংরেজি জাপানি তুরকি ফরাসি ফারসি মারাঠি মৈথিলি হিন্দি ইরানি ওড়িশি বাঙালি ইত্যাদি।

কয়েকটি তদ্ভব অর্ধতৎসম মিশ্র ও বিদেশি বিশেষণ শব্দও হ্রস্ব ই-কার দিয়েই লিখতে হবে—আন্দাজি আসামি খুনি জাহাজি তেজারতি দরদি পশ্চিমি মরমি মুলতুবি রাজি সরকারি ইত্যাদি।

কিছু দেশি বিদেশি সাধারণ বিশেষ্য শব্দও হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে : কাঁসারি কেরামতি গোলামি চালাকি টিটকিরি ঢাকি (যারা ঢাক বাজায়) পড়শি মালি (যারা বাগানে কাজ করে) হম্বিতম্বি ইত্যাদি।

তবে সংস্কৃত -ঈয় প্রত্যয় যদি অ-তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার বজায় রাখতে হবে, যেমন : অস্ট্রেলীয় ইউরোপীয় ইতালীয় এশীয় কানাডীয় জর্জীয় ইত্যাদি।

কি আর কী

কী আর কি — এই দুই শব্দের মধ্যেও একটি প্রভেদ রাখা বাঞ্ছনীয়। 'কী' হল কখনও কর্মবাচক প্রশ্নমূলক সর্বনাম, কখনও বিশেষণের বিশেষণ : তুমি কী দেখেছ বলবে তো! বা কী চমৎকার। কীবা তার শোভা! বিকল্পাত্মক বিশেষণ হিসেবেও কী ব্যবহৃত হবে : কী রাম কী শ্যাম— দুটোই সমান পাজি। কীসে এবং কীসের শব্দ দুটিও দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা উচিত।

কিন্তু যে-প্রশ্নের উত্তর হয় 'হ্যাঁ' হবে, না হয় 'না' হবে—সে ক্ষেত্রেই শুধু হ্রস্ব ই-কারযুক্ত কি ব্যবহৃত হবে :

তুমি কি দেখেছে বইটা? —এর উত্তর হবে হ্যাঁ বা না।

তুমি কী দেখেছ? —এর উত্তর হবে শ্রোতা যা দেখেছে তার নাম বা বর্ণনা।

হ্রস্ব ঈ-কার দীর্ঘ ঈ-কার নিয়ে

Scanned with CamScanner

শব্দান্তে ও-কার

ও-ধ্বনির উচ্চারণ বোঝানোর জন্য এইসব শব্দে ও-কারান্ত রূপ থাকবে : কালো ছোটো বড়ো ভালো মতো এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো।

তো এবং সেই সূত্রে হয়তো ও-কারযুক্ত হোক।

কিন্তু, এত কত তত যত ইত্যাদি শব্দে ও-কার অপ্রয়োজন।

কোন্-কোন কোনো-কোনও—এই বানানগুলির মধ্যে দুটি ভিন্ন অর্থে 'কোন্' [প্রশ্নবাচক সর্বনাম, (which)] আর 'কোনো' 'কোনও' [অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম, (some, any)] ব্যবহার করা হোক। অনেকগুলির মধ্যে কয়েকটি বোঝানোর জন্য লেখা হোক 'কোনো কোনো' / 'কোনও কোনও'।

তেমনিভাবে কখনো/কখনও, কারো/কারও, আরো/আরও আরোই/আরওই।

Too অর্থে 'ও' যোগ করলে সেটা স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবেই লেখা উচিত। তাই, আজও এখনও তোমারও রামেরও ইত্যাদি।

আদি অক্ষরে (syllable-এ) স্বরধ্বনি অ-যুক্ত মূল শব্দের সঙ্গে -উয়া প্রত্যয় জুড়ে যেরূপ হয় (জল + উয়া > জলুয়া), তার আধুনিক স্বরসংগতিপ্রসূত রূপে দুটো ও-কার দেওয়াই সংগত হবে। তাই জলুয়া থেকে জোলো, পড়ুয়া থেকে পোড়ো, পটুয়া থেকে পোটো।

বিশেষণের 'লো' প্রত্যয়ের উচ্চারণ বজায় রেখে লিখতে হবে : ঘোরালো, ছুঁচোলো, জোরালো, ধারালো, টিকোলো, প্যাঁচালো।

ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপে নিম্নবর্ণিত পার্থক্যগুলি বজায় রাখা হোক :

নিত্যবর্তমানকালে অ-কারান্ত : তুমি কোন্ কাগজ পড় ?

বর্তমান অনুজ্ঞায় ও-কারান্ত : এটা পড়ো তো দেখি।

তুচ্ছার্থক বর্তমান অনুজ্ঞায় হলন্ত : তুই পড়্ ।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় একাধিক ও-কার : এ বইটা অবশ্যই পোড়ো।

বস্ ধাতুর ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ হবে বোসো।

তবে ক্রিয়াপদের অতীত ও ভবিষ্যৎ রূপে শেষ বর্ণে ও-কার হবে না অর্থাৎ বলল বলত বলব লেখা হবে। হল (< হইল), হত (< হইত) ধরনের শব্দও ও-কার ছাড়াই লিখতে হবে।

সাধিত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের রূপ হবে নো-অন্তক। যেমন করানো শোনানো বলানো চালানো লাগানো পাঠানো খাওয়ানো ইত্যাদি। তেমনি এই জাতীয় দ্বি-অক্ষরযুক্ত ধাতুর দ্বিতীয় ব্যঞ্জনে ও-কার দেওয়া চাই : জুড়োল পিছোবে ফুরোল ভিড়োবে লুকোবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কোনো রূপেই স্বরসংগতিতে ও-কার বা ঊর্ধ্বকমার প্রয়োজন নেই। তাই বোলে বা ব'লে নয়, লিখতে হবে বলে কয়ে হয়ে সয়ে পড়ে চলে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থবোধে সংশয় দেখা দিলে ঊর্ধ্বকমার প্রয়োগ চলতে পারে।

কয়েকটি ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা-রূপে ও-উচ্চারণ বোঝানোর জন্য ও-কার প্রয়োগ সংগত : বোস্ হোন হোক।

সাধিত প্রযোজক ধাতুর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ইও-র বদলে ইয়ো হোক। যেমন করিয়ো দেখিয়ো শুনিয়ো।

সিদ্ধ আ-অন্তক ধাতু মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার ক্ষেত্রেও এইভাবে 'য়ো' হবে : খেয়ো দিয়ো যেয়ো।

তেমনি কতকগুলি বানানে ঐ-কারের জায়গায় অই আর ঔ-কারের জায়গায় অউ লেখা যেতে পারে। কই দই বইকী হইচই পইতে; বউ মউ ফউজ।

Scanned with CamScanner

ঙ বনাম ঙ্গ

কিছু কিছু শব্দে ঙ এবং ঙ্গ দুই বানানই প্রচলিত। যেমন ভাঙা-ভাঙ্গা, বাঙালি-বাঙ্গালি। এসব ক্ষেত্রে মান্য উচ্চারণের ভিত্তিতে ঙ-বানানই লেখা হোক : কাঙাল গোঙানি ডাঙা ডিঙি ঢ্যাঙা ধাঙড় নোঙর বাঙালি ভাঙা ভাঙা রঙিন রাঙা লাঙল।

তবে যেখানে সাধারণত ঙ্গ উচ্চারণ হয়, সেখানে গ্-যুক্ত ঙ্গ-ই লিখতে হবে, যেমন জঙ্গল ভঙ্গি লুঙ্গি হাঙ্গামা।

জ এবং য

অ-তৎসম শব্দে মূল শব্দটির কথা স্মরণ করে দ্রুত অর্থবোধের সহায়ক বলে য-এর বদলে জ ব্যবহার করবার ব্যাপারে এইসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকছে : যখন যত যন্তর যবে যাওয়া যিনি যে ইত্যাদি।

প্রচলিত কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য য-এর বদলে জ হবে। যেমন, কাজ জাঁতা জুঁই জুতসই জো জোগান জোড়া জোয়াল।

ণ এবং ন

সংস্কৃত ণত্ব-বিধান কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এ ধরনের শব্দে দন্ত্য-ন হবে : অঘ্রান কান কোনাকুনি চুন ঝরনা ঠাকরুন দরুন ধরনা পুরোনো রানি সোনা ইত্যাদি।

অ-তৎসম শব্দেও মূর্ধন্য-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন 'দন্ত্য ন' গ্রাহ্য হবে। তাই প্যান্ট প্যান্টালুন লন্ঠন আন্ডা ঝান্ডা ঠান্ডা পিন্ডি মুন্ডু লন্ডভন্ড ইত্যাদি।

পুণ্য গণ্য এসব শব্দ থেকে পুণ্যি গণ্যি হবে, তবে পুন্যি গন্যি এই রূপভেদও চলতে পারে।

য-ফলা

কাব্য জন্য মান্যগণ্য সাধ্য সূর্য এই ধরনের শব্দের অতৎসম রূপ লেখা হবে কাব্যি জন্যে মান্যিগন্যি সাধ্যি সুয্যি

আবার অ-তৎসম হিস্যা লস্যি লেখা হবে হিস্‌সা লস্‌সি। তেমনি মফঃসল হবে মফস্‌সল।

শ ষ স

অ-তৎসম শব্দে প্রচলন অনুযায়ী শ-ষ-স ব্যবহৃত হবে। যেমন ষাঁড় মোষ মাসি পিসি শরিক।

ক্ষ এবং খ

ক্ষুদ ক্ষেত ক্ষ্যাপা ইত্যাদি শব্দে ক্ষ-এর বদলে খ ব্যবহারই সংগত। লিখতে হবে খুদ খেত খ্যাপা।

নি আর নে

নিষেধাত্মক ও অতীতবোধক -নি বা নে-কে ক্রিয়ারূপের সঙ্গে জুড়ে লেখাই সংগত : করিনি দেখিনি শুনিনি হয়নি করিনে ভাবিনে চাইনে ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ বিষয়ে, একটু পৃথকভাবে

বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না দিয়ে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহার করাই

Scanned with CamScanner

ট-বর্গযুক্ত বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দে স্ট ব্যবহার করে লিখতে হবে : ইস্ট পোস্ট পোস্টার মাস্টার স্টেশন স্টোর স্টুডি।

বিদেশি শব্দে শ স

এইসব আরবি-ফারসি শব্দে স ব্যবহারই চলবে : ইসলাম তসবির ফারসি মুসলিম মুসলমান সালাম সিতারা সুলতান সোফিয়া ইত্যাদি।

আমাদের চালু অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে বলে এই শব্দগুলি তালব্য শ দিয়ে লেখা হোক : আপশোশ আয়েশ ওয়ারিশ তহশিল পোশাক বাদশাহি বালিশ হুঁশিয়ার ইত্যাদি। এইসব ইংরেজি শব্দের বাংলারূপে তালব্য শ হবে : অ্যাশট্রে নোটিশ পালিশ মেশিন বার্নিশ ইত্যাদি।

ইংরেজি s-এর উচ্চারণ বাংলা শব্দে বজায় থাকলে তা 'দন্ত্য স' দিয়েই লেখা হবে : কেস ক্লাস নার্স নার্সারি পাস মিস সুটকেস ইত্যাদি।

র-ফলা

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ঋ-কার ব্যবহার না করে র-ফলা ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন খৃস্ট নয়, খ্রিস্ট ; বৃটিশ নয়, ব্রিটিশ।

ব্যঞ্জনপূর্ব র্-রেফ

হলন্ত র-এর পর ব্যঞ্জন থাকলে সাধারণভাবে র্ রেফ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসবে, যেমন— ঊর্মি কার্তুজ গর্দান তুর্কি পর্দা সর্দার ইত্যাদি। তবে সমাসবদ্ধ কিংবা বিদেশি উপসর্গযুক্ত কিংবা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দে রেফ না দিয়ে মূলের 'র' বজায় রাখতে হবে : কারসাজি খবরদার বরকন্দাজ হরদম ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রস্তাবিত বানানবিধি অনুসরণে কিছু প্রয়োজনীয় শব্দের বানান দেওয়া হল। [আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা আকাদেমি প্রকাশিত 'আকাদেমি বানান অভিধান' প্রভৃতি নিজস্ব সংগ্রহে রাখলে আকাদেমি প্রস্তাবিত বানানবিধি অনুসরণ করার মাধ্যমে বাংলা বানান সম্পর্কে দুর্বলতা ও ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।]

শব্দ তালিকা

অ

অংশগ্রহণ ['ন' নয়]
অংশত [':' বর্জনীয়]
অংশগ্রাহিনী ['হী' নয়]
অংশগ্রাহী ['হি' নয়]
অংশভাগিনী ['গী' নয়]
অংশভাগী ['গি' নয়]
অংশরূপিনী ['পী' নয়]
অংশরূপী ['পি' নয়]
অংশুমালী ['লি' নয়]
অকর্মণ্য ['ন্য' নয়]
অকর্তৃত্ব [র্ত্তৃ নয়]
অকলঙ্কিত [ঙ্কীত নয়]
অকলঙ্কী [ঙ্কি নয়]
অকল্যাণ ['ন' নয়]
অকস্মাৎ ['ষ্মা' নয়]

অগম্যাগামী ['মি' নয়]
অগণন ['নণ'-নয়]
অগাস্ট ['ষ্ট' নয়]
অগত্যা ['ত্ত' নয়]
অঙ্ক ['ং' নয়]
অক্ষৌহিণী ['নী' নয়]
অক্ষয়তৃণ ['তৃ' 'ন' নয়]
অঙ্গুলি ['লী' নয়]
অথই ['থৈ' নয়]
অদিতি ['দী' 'তী' নয়]
অদ্যাপি ['দ্দ্যা' নয়]
অনাথিনি ['নী' নয়]
অনাহারি ['রী' নয়]
অখুশি ['শী' নয়]
অনূদিত ['নু' নয়]

প্রুফ সংশোধন নমুনা

নমুনা—১

পাণ্ডুলিপি :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ।।
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া ।
কান্তপাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ।।

প্রুফ সংশোধন :

এ সখী আমারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ।।
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া ।
কান্তপাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ।।

প্রুফ সংশোধনের পর কম্পোজ করা ম্যাটার বা চূড়ান্ত মুদ্রণ :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্তপাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ।।

নমুনা—২

Scanned with CamScanner

কৈছনে যায়ব যমুনা তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর।।
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।।
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহ কান।।

প্রুফ সংশোধন :

অব মথুরা পুর মাধব গেল
গোকুল মানিক কোহরি
গোকুলে উছলল করুণাক রোল
নয়ন জলে দেখ বহয়ে হিলোল।।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী।।
কৈছনে যায়ব
কৈছেনেহারব কুঞ্জ কুটীর।।
সহচরী যাঁহা সঞে কয়ল ফুল খেরী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি
বিদ্যাপতী কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহ কান।।

চূড়ান্ত মুদ্রণ :

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল।।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল।।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।।
কৈছনে যায়ব যমুনা তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর।।
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।।
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহ কান।।

নমুনা—৩

পাণ্ডুলিপি :

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রুফ সংশোধন :

ভালো বাসা পেলে আমি গায়ের স মস্ত দুঃখকারি,
আবরন খুলে ফেলে দৌড় ঝাঁপ কবো কড়া রোদে
'উজবুক, আমায় বলবে, প্রসমাতা পিয়াসী,
তোমাদেরখাদ্য যদি কম হয়,
লাথি মারব পেটে

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী

চূড়ান্ত সংশোধনের পর :

ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত দুঃখকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-ঝাঁপ করবো কড়া রোদে
'উজবুক' আমায় বলবে— প্রসন্নতা পিয়াসী ভিখারী—
তোমাদের খাদ্য যদি কম হয়, লাথি মারব পেটে

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী

নমুনা—৭

পাণ্ডুলিপি :

এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্য চর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করিনে ও চর্চা থেকে অনেক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফল লাভের প্রত্যাশা রাখি।

যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার ধারণা। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, কোন অর্থে তারা পেটের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। বর্বরেরা তার নিবৃত্তি অন্বেষণ করে, এবং তা ছাড়া আর কিছু করে না। অথচ যে সমাজের অধিকাংশ লোক কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। জিনিসটি কি—এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু'কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে এবং কোন সভ্যতাই একেবারে নিখুঁত নয়। সভ্যতার ভিতরেই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট দীনতা আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও বর্বরতার প্রভেদ যে আকাশ-পাতাল এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপ যাচাই করতে গেলে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কাব্যকলায়, শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান।

পৃথিবীতে দুর্নীতির চর্চাতে সুকৃতি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে না করলেও রুচিমান করত। সমাজের পক্ষে এটা একটা কম লাভ নয়।

প্রুফ সংশোধন

এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্য চর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে

[illegible]

[illegible]

সংশোধনের নমুনা*

নমুনা—৮

পাণ্ডুলিপি :

[illegible]

শুদ্ধ সংশোধন

[illegible]

* [illegible]

সুযোগ পায় না। নদী দেশের কোন এক বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। শস্য ভূমির জন্য প্রয়োজনীয় রস সে কেবল দিতে পারে নদীকূলবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু বৃষ্টির মেঘ জমে আকাশ জুড়ে। স্বাভাবিকভাবেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সে তার বারিধারা বর্ষণ করে ভূখণ্ডকে স্নান করিয়ে দেয়, শস্য পায় তার রস। বৃষ্টিধারা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য নয়, সেরকম কতিপয় মানুষের জন্য বিদ্যা শিক্ষা নয়। দেশের সাধারণ মানুষ সার্বজনীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেই দেশের মঙ্গল।

সংশোধনের পর

নমুনা—৯

পাণ্ডুলিপি ঃ

'স্বর্গের উপমায়' রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের সত্যতাকে বুঝিয়েছেন। স্বর্গ যেমন সমস্ত পৃথিবীবাসীরই, জ্ঞান-ও পৃথিবীর কোন এক প্রান্তের মানুষের একার নয়। পৃথিবীর মানুষের কাছে স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতা উভয় মানুষের জ্ঞানও তেমনি স্বর্গের মতোই সকলের কাছে পরম সত্য। জ্ঞানের আলোকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দ প্রভৃতির দূরত্ব এক নিমেষে দূরীভূত হয়। জ্ঞানের আলোয় সব বন্ধন ঘুচে যায়। জ্ঞানের আলো বিশ্বের সব মানুষের কাছেই সত্য, তা কোন ব্যক্তিবিশেষের একার নয়। স্বর্গের সঙ্গে জ্ঞানের এখানেই মিল বা সাদৃশ্য উপমায়' রবীন্দ্রনাথ এ কথাই বলতে চেয়েছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি বিদেশী বলেই গ্রহণযোগ্য নয়—এ কথা রবীন্দ্রনাথ কখনোই স্বীকার করে বিলাতি শিক্ষা যে আমাদের দেশে ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে না তার কারণ শুধু পদ্ধতিটা বিদেশী এ কথা তি না। লেখকের চেতনা আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, জ্ঞানের সত্য সর্বত্র অভিন্ন।

প্রুফ সংশোধন

'স্বর্গের উপমায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের সত্যতাকে বুঝিয়েছেন। স্বর্গ যেমন সমস্ত পৃথিবীবাসীরই, জ্ঞান ও তেমনি পৃথিবীর কোন এক প্রান্তের মানুষের একার নয়। পৃথিবীর মানুষের কাছে স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতা উভয়ই সত্য; মানুষের জ্ঞানও তেমনি স্বর্গের মতোই সকলের কাছে পরম সত্য। জ্ঞানের আলোকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দেশ-কাল প্রভৃতির দূরত্ব এক নিমেষে দূরীভূত হয়। জ্ঞানের আলোয় সব বন্ধন ঘুচে যায়। জ্ঞানের আলো বিশ্বের সব প্রান্তির মানুষের কাছেই সত্য। তা কোন ব্যক্তিবিশেষের একার নয়। স্বর্গের সঙ্গে জ্ঞানের এখানেই মিল বা সাদৃশ্য। 'স্বর্গের উপমায়' রবীন্দ্রনাথ এ কথাই বলতে চেয়েছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি বিদেশী বলেই গ্রহণযোগ্য নয়—এ কথা রবীন্দ্রনাথ কখনোই স্বীকার করে নেন নি। বিলাতি শিক্ষা যে আমাদের দেশে ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে না তার কারণ শুধু পদ্ধতিটা বিদেশী এ

Scanned with CamScanner

নমুনা—১০

পাণ্ডুলিপি ঃ

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষা মানুষের পূর্ণাঙ্গ চেতনা আনে, জীবন বোধের চেতনা ঘটায়। চিত্তের বিকাশই শিক্ষার অন্তরঙ্গ বিষয় হওয়া উচিত। যে শিক্ষা মানুষের চেতনাকে আলোকিত করতে পারে না তা মূল্যহীন। পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি অনেকাংশে যান্ত্রিক, ফলত প্রাণহীন। সেকালে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা এদেশের মানুষকে কেরানী তৈরির যন্ত্রে রূপায়িত করেছে; কিছু মানুষ এই শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিল, দেশের অবশিষ্ট মানুষ অজ্ঞানরূপ তিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছিল। বস্তুত সেই শিক্ষা ভারতবর্ষে সার্বজনীন শিক্ষা হয়ে উঠতে পারেনি। হয়ে উঠতে পারেনি জীবনের অন্তরঙ্গ সাথী। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাণহীন যান্ত্রিক শিক্ষাকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি।

প্রুফ সংশোধন

৬. রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষা মানুষের পূর্ণাঙ্গ চেতনা আনে, জীবন বোধের চেতনা ঘটায়। চিত্তের বিকাশই শিক্ষার অন্তরঙ্গ বিষয় হওয়া উচিত। যে শিক্ষা মানুষের চেতনাকে আলোকিত করতে পারে না তা মূল্যহীন, পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি অনেকাংশে যান্ত্রিক, ফলত প্রাণহীন। সেকালে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা এদেশের মানুষকে কেরানী তৈরির যন্ত্রে রূপায়িত করেছে, কিছু মানুষ এই শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিল, দেশের অবশিষ্ট মানুষ অজ্ঞানরূপ তিমির রূপ আচ্ছন্ন করে থেকেছিল, বস্তুত সেই শিক্ষা ভারতবর্ষে সার্বজনীন শিক্ষা হয়ে উঠতে পারেনি, হয়ে উঠতে পারেনি জীবনের অন্তরঙ্গ সাথী। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাণহীন যান্ত্রিক শিক্ষাকে স্বীকার করে নিতে পারে নি।

সংশোধনের পর

নমুনা—১১

পাণ্ডুলিপি ঃ

কাব্যচর্চা না করলে মানুষের জীবন একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোন সভ্যজাতি কস্মিনকালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি; এ দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য এমন কথা বললে হয়ত বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিন যাপন করার চাইতে কাব্য চর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয় এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলেই সংসার বিষবৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। কিছুদিন পূর্বে আমারও ছিল না। কেননা নিজের কলমের কালি লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও যখন ঐসব কথা আমরা ভুলি না, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলিতেন না। কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাশান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, নাগরিক বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাতো একালে ইংরেজিতে যাকে man about town বলে। বাংলা ভাষায় ওর কোন নাম নেই; কেননা বাংলাদেশে ও জাত নেই। ও বালাই যে নেই সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

Scanned with CamScanner